ছায়া যার দশ দিক

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
কলকাতার দুঃখগুলি	১
এক আশ্চর্য রাখাল ছেলেকে	২
মধ্যরাতের হন্ট	৪
বিচ্ছিন্ন টেলিফোন	৫
সংখ্যার ভেতরে	৬
বিনোদ নটের ঢোল	৮
এইখানে ঘর বাঁধো	৯
অপেক্ষা	১০
হাওয়ার অসুখ	১১
হঠাৎ ঘুমের মধ্যে	১২
কি যে হয়	১৩
আরণ্যক	১৪
নিভৃত অরণ্যে হত্যা	১৫
প্রেতপক্ষ	১৬
বুকের ভেতরে রাত্রি	১৮
একেক দিন ভেতরে অশৌচ	১৯
জাদুকর এবং দৃশ্যগুলি	২০
ক্ষয়	২১
বাড়িঘর বুকের ভেতরে	২২
দুঃখগুলি অন্ধকারে	২৩
গাঁথনি	২৪
পৃথিবীতে অচেনা দুপুর	২৫
অবেলায় আমরা যাব না	২৬
নষ্টচন্দ্রের রাত	২৭
অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার গোলমাল	২৮
সাত্যকি দরজা খোলো	২৯
ভাঙা চাঁদ বাড়ীর উঠোনে	৩০

পৃষ্ঠা

কালীঘাটের মন্দিরে ৩১

ছেলেবেলা ৩২

ধাতকিয়া বাংলোয় বর্ষা ৩৩

শুধু জল বাড়ে ৩৪

কলকাতায় ঘুমের ভেতরে ৩৫

সোনাদি হঠাৎ কেন ৩৬

বিসর্জনের রাত ৩৭

জোঁক ৩৮

শেষ বাড়ি ৩৯

কুয়াশা ৪০

এই ভাবে শেকড়-বাকড় ডালপালা ৪১

হিংস্রটা ৪২

রাত্রির গোলকধাঁধা ৪৩

টেলিভিশন ৪৫

সে ৪৬

পারিবারিক ৪৭

এক প্রাচীন মন্দিরের সামনে ৪৮

কলকাতার দুঃখগুলি

কলকাতার সমস্ত দিনের অবসাদ
বাক্সো-প্যাঁটরা নিয়ে
নেমে গেল সন্ধ্যার বস্তিবাটীতে !

এখানে নিবিড় শান্তি
এইসব ঝোপ-ঝাড়, বুনো গন্ধে,
পায়ে পায়ে মোরাম-মাড়ানো শব্দে
কিংবা কচিৎ সংলাপে।
এখানে ঝিঁঝির ডাক,
এখানে জোনাক-জ্বলা শোক,
একা
পুকুরের ধারে
তে-মুণ্ডে-একঠাঁই কবেকার কুঁজো মত লোক
হুঁকো খায়
• ……আর অন্ধকারে
দু' একটা খিস্তি ছুঁড়ে, শৌখিন টেপা-বাতি হাতে
কলকাতার দুঃখগুলি
নিষিদ্ধ পল্লীর দিকে চলে গেল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ॥

এক আশ্চর্য রাখাল ছেলেকে

ছেলেবেলাতে
তুমি সব গাছপালার সুখদুঃখ বুঝতে পারতে
আর আমি বুঝতাম বনের যত পাখ-পাখালির ভাষা।

খেলার বিকেল গেলে আমার উড়নচণ্ডী-ফুর্তিবাজ-ডোক্‌লা পাখিরা
কলকলিয়ে ফিরে আসতো তোমার বৃক্ষের সংসারে।
যেন গল্পের হাট বসতো।
কেউ বলত নতুন ফলমূল-ফাঁক-ফোকরের সুলুক-সন্ধান
কেউ বা এক ভিনদেশী দোয়েলের কথা
আরেকজন পাখি এক আশ্চর্য রাখাল ছেলেকে কবে
একবার দেখেছিল, তার
মুখে আর অন্য কোনো কথাই ছিল না।

এই সব গাছপালা,
রাত-বিরেতের যত বনবাদাড় আর তার ভবঘুরে পাখ-পাখালি
এদের নিয়েই ছিল আমাদের বাড়ী-ঘর-সংসার
অথবা পারের কড়ি বলতে যাকিছু।

ছেলেবেলাতে তুমি সব গাছপালার ভালোমন্দের কথা ভাবতে আর
আমি যত পাখ-পাখালির জ্বর-জ্বালা অসুখ-বিসুখে
হোমিওপ্যাথির বাক্সো হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম
পাখিদের পাড়ায় পাড়ায়।

তখন বয়েস ছিল।
হাড়ের ভেতরে এত কুচুটে অভিজ্ঞতার সুরঙ্গ ছিল না।
তখন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো পোষাতো।
এখন এই টুকিটাকি ফাই ফরমাশ আর
এটা ওটা হিসেব নিকেশ নিয়েই সারাদিন জেরবার।
তার ওপর পাখিদের পাড়ায় আর সেরকম পসার জমেনা, ইদানীং
বয়েসও হচ্ছে আর হটোর হটোর করে
ঐ সমস্ত রোদ ঠেঙিয়ে বেড়ানোর তেমন উৎসাহ নেই।
আসলে তো দিনকাল বদলে যাচ্ছে তাই পাখিরাও আর
ঠিক যেন তেমনটি নেই, সেই আমাদের গাছের সংসারে আর
সুখ নেই। সারাক্ষণ পাখিদের মধ্যে যেন কি রকম রেষারেষি,
আপন আপন ভাব, উঞ্ছবৃত্তি। সন্ধ্যায়
যে যার নিজের ঘরে ফিরে
গাল-গপ্পো ফষ্টিনষ্টি—এইসব। এক পাখি রুজি-রোজগারের কিছু
ফিকির বাতলায় তো আরেকজন রসিয়ে রসিয়ে
কারখানার কেচ্ছা শোনাতে বসে।
আরেকদল পাখি—তারা নিজের নিজের ভাগ বুঝে নিয়ে
ভিন্ন হতে চায়।

এই রকম চলে যাচ্ছে—
এই সব রাত-বিরেতের গাছ, বনবাদাড় আর যত
হিংসুটে ধান্দাবাজ পাখিদের নিয়েই
আমাদের পারের কড়ি, ঘর-গেরস্ত, সন্ধ্যার গাল-গপ্পো খিস্তি-খেউড়
বলতে যা কিছু।
শুধু এক নীল পাখি একান্ত অবুঝ সেটা আখের বোঝেনা খালি
সারাদিন এক
রাখাল রাখাল আর আশ্চর্য রাখাল ছেলের কথা বলে॥

ম ধ্য রা তে র হ ল্ট

আমি খুব মাঝপথে নেমে গেছি অমিতাভ
ভুল করে নেমে গেছি, এখানে এখন খুব রাত।

এখানে গভীর রাত, বহুকাল এখানে সবাই
গভীর ঘুমিয়ে আছে।   কালিপড়া গ্যাসবাতিগুলি
ঘুম-ঘুম আলো দেয়, আর বড় অন্ধকার ইস্টিশান মাস্টারের ঘরে
টেলিগ্রাফ থেমে গেছে, স্টলের খাবারগুলি সবুজ ছাতার আবরণে
ঢেকে গেছে।   একটানা ভন্ ভন্ মশার ডানার শব্দ ছাড়া
আর কোনো শব্দ নেই, শব্দ নেই অমিতাভ,
            বহুকাল রাতজাগা কুকুর ডাকে না, বহুকাল
এখানে চাকার শব্দ চিরতরে থেমে গেছে,
            শেষ ট্রেন চলে গেছে, অমিতাভ তাহ'লে আমার
কি উপায় হবে বল্।   তুই বল্—তাহলে কখনো আর
                        কোনোদিন তোদের-ওখানে,
ফেরার উপায় নেই?   পথ নেই?
                আর কোনো পথ নেই।   তোদের ভুলেই
আমি এই মাঝপথে নেমে গেছি অমিতাভ
এখানে গভীর রাত, এখানে এখন খুব রাত॥

বিচ্ছিন্ন টেলিফোন

হ্যালো! আপনি কে বলছেন···
কে কথা বলছেন? হ্যালো!
হঠাৎ দুপুর রাতে অকারণ ঘুম থেকে তুলে—
অদ্ভুত লোক তো আপনি! কাকে চান?
ওইভাবে জড়িয়ে বলছেন কেন? স্পষ্ট করে বলুন!
কী বলছেন?···আজ্ঞে না···বলছি তো সম্ভব নয়, অঞ্জনা নামে
কাউকে চিনি না আর তাছাড়া কে আপনি?
আমি হুট করে আপনার কথায়
চেনা নেই শোনা নেই মাঝ রাতে বলুন তো কেন এই অন্ধকার ভেঙে
দুঃসাধ্য সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাব কোন্ এক ওপর তলায়? একা একা
'অঞ্জনা! অঞ্জনা!' ব'লে বহুকাল বন্ধ দরোজার
সামনে ভীষণ স্বরে ডেকে উঠব! অসম্ভব।
মাঝে মাঝে মানুষের ঘুম
ভীষণ নিস্তব্ধ। একটু স্পষ্ট করে কথা বলুন। কী বললেন?
লাইনে গোলমাল হচ্ছে···হ্যালো।
শুনতে পাচ্ছি না!···হ্যালো!···জোরে···আরো জোরে বলুন!···
কোত্থেকে বলছেন?···হ্যালো!···হ্যালো!···

বিচ্ছিন্ন রিসিভার ঝুলে আছে, ভেতরে বৃষ্টির মত একটানা শব্দ হচ্ছে,
চুপি চুপি দালান পেরিয়ে
ওদিকে গভীর রাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় শব্দহীন ঘুমন্ত খরগোশ॥

সংখ্যার ভেতরে

এখন শূন্য নয়। হাত খোলো।

হাতের ভেতরে

সাবধানে একটি সংখ্যা নাও।

হাত

মুঠো করো। ধীরে ধীরে চণ্ডালের হাড় ঘুরছে—

'লাগ্ লাগ্ হোকাস্ ফোকাস্ গিলি গিলি…'

নেপথ্যে জটিল মন্ত্রে অবাক কাণ্ড ফুলে উঠছে আকাশ পাতাল, দেখো

সংখ্যা নিয়ে খেলা

কী ভীষণ মারাত্মক হতে পারে লক্ষ্য কর সংখ্যাটি দ্রুত

খুব দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে ক্রমশই

এ্যামিবা-আদিমকোষ-ক্রমোজম্-অণু-পরমাণু থেকে

মৌল কণিকা কেন্দ্রিণ

শক্তির ঘুর্ণি-ঝড়ে কার্য-কারণ

ভেঙে যাচ্ছে তারপর মাথার ভেতরে কোটি কোটি

ভীষণ বিস্ময়-চিহ্ন ভেঙে যাচ্ছে তারপর

মাথার ভেতরে আর কিছুই থাকে না শুধু এক

অন্ধকার ষড়যন্ত্র থাকে।

অথবা অন্য ভাবে দেখো এই সংখ্যার থেকে

কি ভাবে সংখ্যান্তরে যাওয়া যায় চেতনার অতীত শব্দহীন

গাণিতিক জটিল নিয়মে

দানা বাঁধে প্রথম জীবন।
মুলুসাগরের তীরে জল থেকে উঠে আসে
জেলিমাছ, শ্যাওলা-শামুক-বিছে-কাঁকড়া-ঝিনুক-
স্কুইড, উভয়চর, সরীসৃপ, বাষ্পাকুল কাদায় জলায়
ডাইনোসর, প্লেসিওসর, টিরানোসরাস—ক্রমে ধীরে ধীরে
স্তন্যপায়ী প্রাণী
আকাশে বাদুড় ওড়ে, প্যাঙ্গোলিন, টেরানোডনের
তীক্ষ্ণ চিৎকারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় অন্ধকার তারপর মাটির তলায়
সাদা হাড় কঠিন জীবাশ্ম হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতি
থেমে আসে। সব গতি থেমে আসে তারপর হিম-
শীতল মৃত্যু হয় সূর্যের। নীহারিকা, কোয়াসার, বেতার-তারকার
মৃত্যু হয়। তাহ'লে এবার—

শূন্য নাও। তারপর দেখো—

সমস্ত অস্তি দেখো ধীরে ধীরে ঢুকে যাচ্ছে অনস্ত নাস্তির ভেতরে॥

বিনোদ নট্টের ঢোল

আর কোনো শব্দ নেই
ঢোল বাজে বাভোম্…বাভোম্…

দুপুরে গভীর হয়ে মেঘ জমে।   চরাচরে
স্তব্ধ বাতাস।   কবেকার
পুরোনো হুঁকোর গন্ধ। পাতার ঝুপড়ি-ঘরে নষ্ট গাবের
ভিজে ভিজে আঁশ-গন্ধে ঠায় জেগে বিনোদ নট্টের বাঘ-চোখ
মাথায় টলছে গ্রাম…আন্ধার
দুলে উঠছে গাছপালা,
পেহ্লাদ বাগ্দীর জুম-কালো পাথল-শরীল
আবছায়া মাঠের কিনারে দূর ঘুম ঘুম জনপদে
বাঁশের ঝুড়ির গন্ধ, পুকুরের আবিল পানার
মজে ওঠা ভাপ-গন্ধে পৃথিবীর নামহীন পাড়ায় পাড়ায় বহুকাল
শব্দ নেই।
আর কোনো শব্দ নেই, শুধু এক ঢোল বাজে বাভোম্…বাভোম্…
অদ্ভুত ঢোল বাজে…দুর্বোধ্য ঢোল বেজে যায়…

এ ই খা নে ঘ র বাঁ ধো

এইখানে ঘর বাঁধো। দক্ষিণে অবিরল নির্জনতামুখী
একটি দরোজা, দূর আমলকী বন থেকে শীত-শীত পরবাসী হাওয়া
হরিৎ পশম গায়ে ঘুরে যাবে কদাচিৎ,
একটি দু'টি কথা হবে শব্দহীন বাদাম ছায়ায়
'খঞ্জনা! খঞ্জনা!' বলে দুপুর দুপুর জুড়ে রব উঠবে পাতাঝরা
খঞ্জনা! খঞ্জনা!
শীতল জলের শব্দ ঝর্নায় ছোট ছোট উপল-খণ্ডের গায়
পিত্তলের খঞ্জনীর ধারা
এইখানে ঘর বাঁধো অঞ্জনা, এইখানে ছায়াময় শালফুল নির্জনতামুখী
একটি দরোজা, দূর আমলকী বন থেকে ঘুরে যায় পরবাসী হাওয়া··

অ পে ক্ষা

কে যেন লণ্ঠন জ্বেলে বসে আছে……
মরিরাম এলি ?

রাত্রি বাঘের মত ডেকে ওঠে ॥

হাওয়ার অসুখ

এখন হাওয়ার শব্দে মনে হয় আকাশে বাতাসে
বাতাবি লেবুর গন্ধ ভাসে।
অথচ হাওয়ার আজ তৃপ্তি নেই, সারাদিন ভীষণ অসুখ
শ্লেষ্মার ঊর্ধ্ববেগ, গায়ে জ্বর, ঝরঝরে বুক
সন্ন্যাসী মেঘের উড়ু উড়ু
ছেঁড়াখোঁড়া আলখাল্লা,
নীরক্ত আলোর রঙ ফিকে······

কলকাতার সব হাওয়া
ঘুরে যাচ্ছে মেডিক্যাল কলেজের দিকে॥

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে বাজিকর রমণীর মতো
কে যেন ভীষণ স্বরে ডেকে ওঠে,—'এ খোকার মা
ঝুমঝুমি লিবি?'

আকাশে ঘুটঘুটে মেঘ
ভুতুড়ে অন্ধকারে গাছপালা ঝোপঝাড় আমাদের পাড়া
গভীর ঘুমিয়ে আছে। গেরুয়া ডাঙায় কবেকার
পোড়ো ঘর।
মাতাল শালের পাশে মেটে হাঁড়ি
চোলাই মদের গন্ধ আর
বেদেনীর আদিম-শরীরী-গন্ধে ঘুমের ভেতরে
ঝুমঝুম······ঝুমঝুম······ঝুমঝুমি বাজিয়ে কেউ
দুপুর বিদীর্ণ ক'রে ডেকে ওঠে,—'এ খোকার মা
ঝুমঝুমি লিবি?'

কি যে হয়

ঘর-ছাড়া-ডুগডুগি বাজিয়ে
এখন ঘরে ফিরছে ভালুকওয়ালা।

বাগ্দী পাড়ায়
কোনো শিশু নেই বহুকাল
বাস্তু সাপের মত প্রবীণ দুপুর নেই

কি যে হয়!
একেক দিন একটার পর একটা ছেলেধরার গল্প মনে পড়ে

আ র ণ্য ক

পাখিটা জেদীর মতো সারাদিন বসে থাকে দাঁড়ে
কিছুতে মেলে না ছল—
তারপর একদিন তাকে ঠিক ভুলিয়ে ভালিয়ে
ঘুরপথে নিয়ে গেছি বহু দূর বনের কিনারে।

থাক্ তুই। বনবাসে থাক্।

নুয়ে পড়া বাঁশ-ঝাড়······
ছায়া। ছায়া-কালো জল, গভীর শীতল

ভিতরে বনের চোখ ভীষণ অবাক

নিভৃত অরণ্যে হত্যা

ঈশ্বর তুমিও পাপী !
তুমি এক বৃক্ষকে একবার বিনা দোষে হত্যা করেছিলে।
সমস্ত অরণ্য সাক্ষী আছে, মৃত্যুকালে সেই
বৃক্ষের হাহাকার সবাই শুনেছে।
একজন বুড়োগাছ বলেছিল, "বৃক্ষের অভিশাপ বড়ো ক্ষমাহীন
ঈশ্বরের মুক্তি নেই, ঈশ্বরের সর্বনাশ হবে।"

অভিশাপ বিফলে গেল না।
ঈশ্বরের সেই হাত গলিত কুষ্ঠ রোগে খসে গেছে
ইদানীং অন্ধ বধির
ভিক্ষুক ঈশ্বর কোনোদিন বাগমারী কখনো বা আহিরীটোলায়
ফুটপাথে বসে বসে এনামেল থালা ঠোকে।

ঈশ্বর ! ঈশ্বর !
তোমাকে হঠাৎ দেখলে আজকাল চিনতে পারিনা॥

প্রে ত - প ক্ষ

সামনে পথ দেখাচ্ছে একটা কালো বেরাল

আর পেছনে সে, তার বেঁকা-চোরা তুমড়োনো শরীর—দ-এর মত, উল্টো পা, আর আমি আর অবিনাশ—তুজনে একই লোক কিন্তু অবিনাশ এখন ঘুমের ভেতরে···আর তার ঘুমের ভেতরে খোড়ো ঘর, হুঁকোর শব্দ আর তামুকের গন্ধে সামনে পথ দেখাচ্ছে একটা কালো বেরাল।

এই অবিনাশ ওঠ্! ঘুমের মধ্যে তুই ও কোথায় যাচ্ছিস? অসমঞ্জের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত হাঁক ডাক কিন্তু যে বেরিয়ে এল আমি তাকে কখনো দেখিনি এবং যেহেতু অবিনাশ অর্থাৎ অসমঞ্জ এবং সে একই লোক ব্যাজার মুখে সে অর্থাৎ নবেন্দু (নবেন্দু তো মারা গেছে!) আমায় বলল, মাঝ রাত্তিরে এই সমস্ত ডাকাডাকি আমার আর ভাল লাগে না। আমি বলে নিজের জ্বালায় জ্বলছি···বড় জ্বালা···বড় কষ্ট আমার···বুঝিসনা কতো যন্তোরনা হয়?···ভাদোর মাসে তুধ খেতে মন হয়—বুঝিস্ না এসব? ···জ্বলে মলাম—আমাকে নিয়ে আর কেন? ডাকতেই যদি হয় মরিরামের নাম ধ'রে ডাকিস্, আমি বলে নিজের জ্বালায় জ্বলছি···।

কে মরিরাম! তুপুর রাতে এই সব ওলোটপালোট কাণ্ড···

কাণ্ড···পেছনে তার বেঁকাচোরা দ'এর মত শরীর আর সামনের পা ভুঁয়ে পেছনের পা আকাশে—এক কালো বেরাল।

মরিরাম ও মরিরাম, দরজা খোল্ আমার ভয় করছে।

একের পর এক দরজা পেরিয়ে যাচ্ছি, একের পর এক অন্ধকার বাড়ী···আর পেছনে তার উল্টো পা আর লেজের দিকে মাথা মাথার দিকে লেজ—সামনে পথ দেখাচ্ছে একটা কালো বেরাল॥

বুকের ভেতরে রাত্রি

প্রতিদিন বুকের ভেতরে
একবার সন্ধ্যা হয়—
সন্ধ্যা হ'লে কেউ
খিড়কি পুকুর-ঘাটে
নেমে যায় লণ্ঠন হাতে।

বুকের ভেতরে
ঝিমঝিম জল-পড়া বাতে
পায়ে পায়ে
উঠোনে জলেব শব্দ তুলে উঠে আসে কেউ

পোড়ো ভিটেবাড়ী
ঘুমের ভেতর থেকে ব'লে ওঠে, "এলি
বড় বউ ?"

একেক দিন ভেতরে অশৌচ

দুঃখগুলি
একেক দিন গেরুয়া ছেড়ে
কালো আলখাল্লা গায়ে দেয়।

ভেতরে ভেতরে
অশৌচ পালন হয়
কাঠের আগুন, হবিষ্যান্নে···
হেঁসেলে আঁশ বন্ধ সারাদিন
সারাদিন রুখু রুখু ভাব।

একেক দিন দুপুর
যখন ঠিক পুকুরের মাঝ বরাবর
খিড়কি খোলার শব্দ

একেক দিন
সারাটা উঠোন জুড়ে
উঠোন···উঠোন জুড়ে মায়ের অভাব॥

জাদুকর এবং দৃশ্যগুলি

তাহ'লে এখানে
আসল সমস্যাটা খুঁজে পাওয়াই একমাত্র আসল
সমস্যা! তাছাড়া আর
আমি তো কোথাও কিছু সমস্যা দেখিনা।

প্রতিটি বৃক্ষের ঠিক ছায়া পড়ে
এবং প্রত্যেকটি ছায়া
জঙ্গলের আইন-কানুনগুলি সব
সাধ্যমত মেনে চলে এবং এদেশে
বাজিকর যতই ওস্তাদ হোক সে তার নিজের কাঁধে চড়ে
নাচতে পারে না।

অথচ সমস্যা আছে
অথচ একটা কিছু সমস্যা যে নিশ্চিত রয়েছে
আমিও তা মানি।
এবং যা কিছু আছে—দৃশ্য কিংবা তার নিশ্চল ছায়ার ভেতরেই
প্রচ্ছন্ন আছে।
অর্থাৎ কোনো এক সুচতুর ষড়যন্ত্র দিয়ে
দৃশ্য এবং তার ছায়ার কৌশলগুলি সব
জাদুকর সাবধানে দৃশ্যের আড়ালে রেখেছে।

জাদুকর জামা খোলো। তোমার ঐ বুকের ভেতরে
কী জিনিস লুকিয়ে রেখেছো তুমি আমাকে দেখাও॥

ক্ষ য়

বইএর ভেতরে দীর্ঘ সরু সরু ফুটো করে পুরোনো রূপোলি কীটগুলি
কে জানে কেন যে করে, কিন্তু প্রায়ই ক'রে থাকে।
নির্ভুল এফোঁড় ওফোঁড়
নরম কাগজগুলি তীক্ষ্ণ দাঁতে কেটে ফ্যালে, কিছু খায়, কিছু ফেলে দেয়
কয়েক পুরুষ ধ'রে জটিল রন্ধ্র-পথ খুঁড়ে যায় হয়ত বা
অকারণ অভ্যাসের বশে
কিংবা হয়ত তারা ফুটোর ভেতব দিয়ে অন্ধকাব পার হয়ে
অন্য কোনো জায়গায় চলে যেতে চায়
কিন্তু দৃশ্যত যেটা ঘটে থাকে—বই থেকে
পুনবায় আবো কিছু বইএর ভেতরে ক্রমাগত
অন্ধকারে সরু সরু ফুটোর ভেতরে তারা এইভাবে কিছুকাল
বসবাস করে ॥

বাড়িঘর বুকের ভেতরে

বুকের ভেতরে তুমি বানিয়ে দিয়েছো বাড়িঘর
আমি সব ঘুরে ঘুরে দেখি।

একে একে
উঠোন, রান্নাঘর, দেহলীতে নিমছায়া, রোদ্দুর, সিঁড়ির চাতাল,
দুয়োরে মাঙ্গলিক, সুখভরা ধানের মরাই, ঢেঁকিশাল,
নবান্নের শালিধান, ভাঁড়ারের মেটে হাঁড়ি,
কুয়োর ফটিক-জলে ভ'রে ওঠা বালির সোরাই
মেঝেয় শেতলপাটি, খুব সুখে শিশুটি ঘুমায়, আমি সব
আমি সব দেখি ঘুরে ঘুরে।

পায়ে পায়ে
বয়স দুপুর হয়ে
দুপুর বিকেল হয়ে নেমে যায় খিড়কি-পুকুরে॥

দুঃখগুলি অন্ধকারে

দুঃখগুলি
অন্ধকারে ঠায়—
ঝাঁকড়া গাছের মত দাঁড়িয়ে আছে।

প্রান্তিকের বেলা
উড়ে উড়ে
কখন কাকেব মত ডেকে যায়
তিকুলেব হাটে
আলো জ্বালে শাঁখের দোকানী।

একজন ফকিরের কথা জানি
তার ছিল দিনান্তের ভাঙা ঘর
মাত্‌লা নদীব বাঁকে
আর সেই কবেকার বুড়ো মহীদাস
পাথুরে কালিকাপুরে থাকে।

দিনমান চলে গেলে গোয়ালের খোড়ো গন্ধ…
গাভীর মেদুর চোখে নামে রোজ
একাদশী বোষ্টমের নিরালোক ভিটের বিষাদ

কদাচিৎ চিঠি আসে গোধূলির ডাকে॥

গাঁ থ নি

আর কিছু নয়
বাড়ির সামনে একটা তালগাছ—
এই।

ঝাঁকড়া-মাথা সন্ধ্যা নামছে বাবুইএর বাসা থেকে
আর আমতলায়
বুক-অব্দি-রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে
আমার ঠাকুর্দার অপূর্ণ ইচ্ছা।

কে জানে
জ্যোৎস্নার ভেতরে আজও গাঁথনি উঠবে কিনা॥

পৃথিবীতে অচেনা দুপুর

হঠাৎ মেঘলা দিনে পৃথিবীতে এরকম অচেনা দুপুর
নেমে আসে, মাঝে মাঝে এরকম দেখা যায় এবং তখন মানুষেরা—
কে জানে কোথায় থাকে ! ঐসব ছায়া ছায়া স্থির মুখগুলি
অজানা গাছের পাশে ভাঙা-ভগ্ন ঘর তোলে, ক্বচিৎ কখনো
হোগলার ছাউনি দেয়, বেড়া বাঁধে, বাড়ীর পেছনে
সবজি-বাগান করে, অদূরে বনের থেকে কেটে আনে জ্বালানীর কাঠ
ইঁটের উনুন জ্বালে, ধোঁয়ার ভেতরে কিছু পাক হয়,
ভোজন-পর্ব সারা হয়
তারপর যেতে যেতে, হয়ত বা আনমনে ঝর্ণায় আঁচাতে আঁচাতে
তারা সব ভুলে যায়, বাড়ী-ঘর-দোর ফেলে চলে যায় অন্য কোথাও।
কিছু কাঠ পড়ে থাকে, কাঠ-কয়লা, শাল-খুঁটি, এঁটো পাতা ছাগলের
হাড়—
এইসব পড়ে থাকে। কোনোদিন হঠাৎ দেখলে হয়তো বা
ভ্রম হবে—এইখানে মানুষেরা কিছুকাল বসবাস ক'রে গেছে সুখে॥

অবেলায় আমরা যাব না

প্রতিদিন হিম-সন্ধ্যাবেলা
বাইরে গাছের নীচে একজন অপেক্ষায় থাকে—
আমাদের বৃদ্ধ বয়স।

মায়ের বারণ ছিল, ওইদিকে আমরা যাব না।
কোনদিন
আমরা যাব না আর, অবেলায় ও আঁধার
গাছের তলাতে—
ওখানে ও কার মুখ, জিওল মাছের মত চোখ!
ওখানে যাব না আর।

ঘর-দোর-খিড়কি পেরিয়ে
মা ওদিকে পায়ে পায়ে এক-বুক সন্ধ্যার ভেতরে॥

নষ্টচন্দ্রের রাত

রোজ রাতে কারা যেন মানুষের বাড়ীর উঠোন
ভীষণ নোংরা ক'রে রেখে যায়, রোজ রাতে কারা
ছেঁড়া-কানি, বিষ্ঠা, মাংসের হাড়,
তুলসী-মঞ্চের পাশে মদের বোতল, এঁটো-কাঁটা
উচ্ছিষ্ট, ছাইপাঁশ, ভাঙা হাঁড়ি ফেলে যায়, দুয়োরের পাশে
একরাশ বমির উৎকট গন্ধ—এই সব।
গেরস্ত ঘুণাক্ষরে জানতে পারে না। সারারাত
নিষ্পাপ গভীর ঘুমের মধ্যে অচেতন,
ওদিকে উঠোনময় কারা খুব চুপি চুপি পাঁচিল ডিঙিয়ে
অনাচার ক'রে যায় মানুষের বাড়ীর ভেতরে আর অনেক গভীর
হ'লে রাত
জ্যোৎস্নায় কুয়োর চাতাল ভাসছে, হালকা নীল বেলুনের মত
ঠাণ্ডা হাওয়ায় দুলছে ন্যাড়া মাথা, লিক্‌লিকে সরু হাত
সাপের মতন এঁকে বেঁকে
জানলা পেরিয়ে খুব দূরের পুকুর থেকে আঁশ-গন্ধ মাছের পলুই···
মানুষের
শিশুরা স্বপ্নের মধ্যে খল্ খল্ হেসে ওঠে, মানুষের বাড়ীর উঠোনে
প্রতিদিন
কিছু কিছু অকল্যাণ জমে ওঠে, এইভাবে কবেকার পুরোনো উঠোন
নষ্ট চাঁদের রাতে কারা যেন ভীষণ নোংরা ক'রে যায়॥

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার গোলমাল

“ওরে ছাড়, ছাড়, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে”—ব’লে মাঝরাতে মাঠঘাট ভেঙে
ছুটে যাই।
পেছনে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার গোলমাল, দীর্ঘ পায়ের ছায়া,
কুয়াশার নদীর ভেতরে মানুষের
বাড়ি ঘর, শত শত হরিণ-শিশুর ক্ষুরের করুণ শব্দ, নীল গাই···
পাতাঝরা জংলা গাছের
বনভূমি পার হয়ে মাঠঘাট ভেঙে আরো জ্যোৎস্নার ভেতরে বহুদূর···

আসলে কি স্বপ্নের ভেতরে খুব রাত্রি হয় ? মাঝরাতে দুধের মতন
কাক-জ্যোৎস্না নেমে আসে ?···স্বপ্নের জ্যোৎস্নার ভেতরে আমি
তাহলে কোথায়
ছুটে যাই দিগ্বিদিক ? কেন যাই ?···অথবা গভীর
রাত্রি হ’লে ঘুম নামে তারপর ঘুমের গভীরে
স্বপ্নের ভেতরে চাঁদ—অস্ফুট জ্যোৎস্নায় মাঠ বন হরিণ-শিশুর
ক্ষুরের গভীর শব্দে জেগে ওঠে, স্বপ্নময় ঘুমের ভেতরে স্বপ্নের
চরাচরে মৌ মৌ-ঘুমের ভেতরে স্বপ্ন, স্বপ্নের ভেতরে জ্যোৎস্না,
অর্থাৎ স্বপ্ন থেকে আরো এক স্বপ্নময় জ্যোৎস্নার ভেতরে ক্রমাগত
দীর্ঘ পায়ের ছায়া, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার গোলমাল···বহুদূর
জল-জংলা মাঠঘাট ভেঙে
“ছাড়, ছাড়, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে”—ব’লে মাঝরাতে ছুটে যাই
জ্যোৎস্না থেকে আরো এক জ্যোৎস্নার ভেতরে॥

সা ত্য কি দ র জা খো লো

“সাত্যকি দরজা খোলো!”...
দুপুরে ভীষণ হাওয়া ছুটে যাচ্ছে শহরের পথে।

ভীষণ হাওয়ার শব্দ, ধুলো উড়ছে, ইঁট-কাঠ
চূণ-বালি জানলা-কপাট এলোমেলো
দেওয়াল কার্ণিশ উড়ছে, দক্ষিণের বারান্দায়
বেতের চেয়ারসুদ্ধ শূন্য পথে অবন ঠাকুর
উড়ে যাচ্ছে, ফানুসের মত খুব বিশাল বিশাল হয়ে ফুলে উঠছে
হাওয়ার শরীর আড়াআড়ি
শিশুরা সাঁতার কাটছে আকাশে সাপের মত ট্রাম বাস
লাল-নীল উল বুনছে তিনজন লেডিজ, এঁকে বেঁকে
ওলোট পালোট খাচ্ছে রিক্সা, চালকসুদ্ধ সাইকেল, রাস্তাঘাট
ধুলোময় ভীষণ শহর

কোথাও দরজা নেই।
তুলোমেঘ, লাল টালি, উড়ন্ত ঘরের জানলায়
সবুজ রুমাল নেড়ে সাত্যকি উড়ে যাচ্ছে বকখালি পালকের দেশে॥

ভাঙা চাঁদ বাড়ীর উঠোনে

কে জানে কিসের দুঃখে! উঠোনের পাঁশকুড়ে বেরালের মত
কুণ্ডলী পাকিয়ে চাঁদ পড়ে থাকে একা একা
ময়লা খায়, আধঘুমে আড়মোড়া ভাঙে
'ম্যাও' ক'রে ডেকে ওঠে মাঝরাতে হয়তো বা
হঠাৎ মাছের কথা মনে পড়ে তার
হয়তো অনেক কাল মাছ খেতে মন তাই
মাছ খোঁজে গেরস্তের ভাঙা রান্নাঘরে
উনুনের ছাই ঘাঁটে, অন্ধকারে জানলার ফোকর গলিয়ে নিরিবিলি
জ্যোৎস্না ঘুমিয়ে আছে কতকাল পুরোনো মাছের গন্ধে
হেঁসেলের হাঁড়ির ভেতরে
মাছের ঝোলের গন্ধ, ঝোল ছিল, কবে যেন
মাগুরের ঝোল ভাত খেয়েছিল কারা
উঠোনের লেবুর ছায়ায় শুয়ে ভাবে আর থাবা চাটে
হাই তুলে পাশ ফিরে শোয়
কে জানে কিসের দুঃখে শুয়ে আছে ভাঙা চাঁদ
উপোসী বেরাল হয়ে শুয়ে আছে বহুকাল
গেরস্তের বাড়ীর উঠোনে॥

কালীঘাটের মন্দিরে

মন্দিরে জায়গা নেই, কেন না সবার
সাধ্যমত পাপ ছিল, সুতরাং পাপ নামাবার
ব্যস্ততাও ছিল।

একজন গড় হয়ে যেন তার সব ব্যভিচার
দিয়ে দিল, অন্যজন ছুঁড়ে দিল একটি আধুলি
এবং আরেকজন মন্দিরের ধূলি
মেখে নিয়ে দু'চোখের জলে
বলল, "সকল পাপ তোমাকেই দিলাম ঠাকুর।"

যথারীতি আবার সদলে
ভক্তেরা সকলেই ফিরে গেল যার যার বাড়ী।
কিন্তু হরি! হরি!
তখনো সবার বুকে পাথরের যে ভার সে ভার

তারপর
আরো অন্ধকার
নেমে এলে মন্দির-চত্বরে
একা একা ঘোরে
কালীক্ষেত্রে বিষণ্ণ কুকুর॥

ছে লে বে লা

বিকেল হচ্ছে—
গেরস্ত-ঘরের ধোঁয়া দেখলে বুঝতে পারি

এখন আর পাতা-উন্মুন নেই আমাদের
তোলা-উন্মুন
আর কুকার
মাঝে মাঝে পোশাক বদল হয়
আমি পরি বাবার জামাটা
আরেকজন আমারটা পরে—
এই রকম···
মা আর কোনো খেলায় নেই বহুদিন

বিছানায় শুয়ে—
কে জানে
আমি
না আমার ছেলেবেলাকার জামা !

জানলায় কুয়াশার মত জড়িয়ে আছে
ছেলেবেলা······

ধা ত কি য়া বাং লো য় ব র্ষা

বাদলা-পোকার ঝাঁক উড়ে আসছে ধাতকিয়া বাংলোর বারান্দায়
হ্যাজাক-বাতির
শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে, টেবিলে সার্ভে-ম্যাপ, আলোকিত হেলানো চেয়ারে
শুয়ে আছি···একাকীত্ব—মেঝেয় গামবুট, মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়ায়
মাঝে মাঝে আউচ ফুলের গন্ধ, জল-শব্দ···কাছেই কোথাও
হয়তো ঝর্ণা নামছে অন্ধকারে পার্শ্ববর্তী ব্যাসল্ট-পাহাড়ে।

কেউ কি এখন দূর শালের জঙ্গলে এসে বসে আছে? গাছের গুঁড়িতে
রেখেছে ক্লান্ত মাথা?
চুলের বনজ গন্ধ নেমে এসে বৃষ্টির জলে
প্রগাঢ় সৌরভ ধুয়ে অন্ধকার ভ'রে আছে হাওয়ার ভেতরে
কেউ কি অন্ধকারে যাবে? সে তো চাঁদমুনি-মেলার লণ্ঠন
হাতে নিয়ে পাহাড়ী গাঁয়ের দিকে চলে গেছে বুধিয়ার
রাঙা-ঠোঁট মেয়ে॥

শুধু জল বাড়ে

হঠাৎ ঘুমের থেকে উঠে দেখি বুকের ভেতরে
ঠন ঠন শব্দ হয়, জং-ধরা কপিকল ঘোরে ।

মাঝ রাতে কী ব্যাপার !
ভয় হয় ।
খুব ভয়ে ভয়ে
ব'লে উঠি, "কুয়ো নাকি ?
ছুট ক'রে বালতি নামালে !"
তার পায়ে
জ্যোৎস্না জড়িয়ে যায়,
বুকের তলায়
মৌরলা মাছ খেলা করে

পুরোনো দেওয়ালে
শুধু জল
পচা জল বাড়ে ॥

ক ল কা তা র ঘু মে র ভে ত রে

কলকাতার ঘুমের ভেতরে আজকাল প্রায়ই ঢুকে যাচ্ছে এইসব
মধ্যরাতের অজানা বন্দর আলোকমালা মাস্তুলে করোটি-পতাকা
জনহীন জাহাজ যেন এইমাত্র শহর ঘুরতে বেরিয়ে গেছে—পরনে
কালো জোব্বা, পশমের-টুপী-মাথায় বিজাতীয় নাবিকের দল

রাস্তার টিমটিমে আলোয় উড়ছে মধ্য এশিয়ার ধুলো আর কুড়কুড়
ক'রে ঢোল বাজছে সন্ধ্যা থেকে, সঙ্গে তিন চষক মদ—মশলা আর
ঘোড়ার গায়ের গন্ধ মেখে ঘুরছে বিদেশী বণিক আর জুয়ো চলছে
সমানে, শিক-কাবাব বিক্রি হচ্ছে নীচু নীচু তাঁবুর ভেতরে জ্বলছে
মশাল আর রাগী হাবসী মেয়ের চৌচির আকাশ ফাটানো হ্রেষাধ্বনি
মাঝে মাঝে

ঝোড়ো হাওয়ায় ভাগীরথীর দীর্ঘ অন্ধকার গলায় ঢুকে যাচ্ছে
অতিকায় সামুদ্রিক কুয়াশার ভেতরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আকাশে জ্বলন্ত
এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া আর ধ্বংসের মুখোমুখি নষ্ট-মেয়ের মত
ভয়ঙ্কর পা ফাঁক ক'রে নীচের দিকে ঝুঁকে আছে হাওড়াব্রীজ

সোনাদি হঠাৎ কেন

সব্বাই ভুলে গেল—
এইখানে একদিন সোনাদি'রা ছিল।
এইখানে একদিন
একটা উঠোন ছিল, চারিধারে এক বুক উঁচু
ইটের পাঁচিল ছিল, একসার ডাব গাছ ছিল, তার
ছায়ার ভেতরে চুল মেলে দিয়ে সোনাদি হঠাৎ
ভিন গাঁয়ে চলে গেল।

সেও তো অনেক কাল!
তারপর আমরাও ভুলে গেছি হঠাৎ কোথায়
সোনাদি'রা চলে গেল এবং জানলার ধারে কেন
অকারণ ফেলে গেল মাথার তেলের শিশিটাকে—

সব্বাই ভুলে গেল!

বিসর্জনের রাত

বাইরে ঝুম ঝুম করছে রাত ! বলি কোন্ পাড়ার দুগগা যায়—
সঙ্গে ঐ আগুপিছু তালকানা বিশটা মাতাল ?
পা টলছে বেসামাল, আতসবাজীর খুব ফিনকি ফুটছে হাড়কাটা
গলির ভেতরে
রাত বাড়ছে—সনাতন, পায়ে পায়ে জড়াবড়ি ছায়া-ভূত
দু'পাশারি বাবুদের বাড়ির দোতলা
বারান্দা, আঁধারে কারা দাঁড়িয়ে গো কলা-বৌ
সাদা সাদা ঘোমটার আড়ালে
আকাশে রাত ভ'র আজ তারা-ফুল ফুটবে না
গলি থেকে বেরোবি কি ক'রে ?
ও···মা দিগম্বরী নাচ্ গো—কাঁসর ঘণ্টা
ওদিকে তো ঠনঠনাচ্ছে ঢাক-ঢোল-কর্তাল
পাঠক পাড়ায় তারা পাঁচ জনায় বসে আছে
ও কেমন আজব আলোর হারিকেন
জ্বেলেছে দিঘির পার প্রতিমা নামিয়ে তোরা
কাক-ভোরে তামুকের আগুন নিবিনা
মাথায় চিড়িক দিচ্ছে বড় ভয় সনাতন
এখনও জবর রাত, ঝুম ঝুম দু'পহর রাত !

জোঁক

বিশ্রী এক অসোয়াস্তির মধ্যে গায়ে নরম আঁচিলের মত, টিউমারের মত লেগে থাকছে সারাক্ষণ রক্ত খাচ্ছে নিঃশব্দে জুতোর ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে জামায় অজান্তে স্নানের জলে সাবানের মধ্যে সিঁড়ির সাবধানী রেলিঙে জড়িয়ে আছে সরু সরু গলির অন্ধকারে রিক্সার ভেতর পর্দার আড়ালে রেস্তরাঁয় হুড়মুড়িয়ে ট্রামে উঠলেই থোকা থোকা কিসমিসের মত অন্যমনস্ক মেয়ের গলায় স্তনের ভেতর থেকে গুটি গুটি এক বুড়োর গোল চশমায় দেখতে দেখতে কাঁচের মত হয়ে গেল বুড়োর শরীর সোনালী ফ্রেমের রঙ খেয়ে ফেলছে একের পর এক যাত্রীদের হৃৎপিণ্ড মাথার করোটি ভেদ ক'রে মগজ······ ড্রাইভারের কেবিনে কাঁচের পুতুল নিয়ে ঘট্ ঘটাং ঘট্ ঘটাং রেস-কোর্সের পাশ দিয়ে রাত বারোটার ট্রাম চলল লাফিয়ে দরজা থেকে নামছে ছোট ছোট রবারের ফিতের মত ছড়িয়ে পড়ছে আর মাইলের পর মাইল আদিম রবার-জঙ্গলের স্যাঁতস্যাঁতে ভবিষ্যতের মধ্যে দাঁড়িয়ে সারি সারি অজস্র কাঁচের ঘোড়ার দল

শেষ বাড়ি

সরোজাক্ষ চিঠি লেখে। বিবর্ণ দেওয়াল, ক্ষয় রোগী
জানলাটি নিঃসঙ্গ, শেওলা পড়া কার্নিশের গায়ে
অশ্লীল জল ঢালছে পুরোনো পাইপ, নীচে গলি
স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধময়,
        একটি বিড়াল শেষ বাড়িটির দরজায় একা
বসে আছে—এইসব বিষণ্ণ চিত্রকল্পগুলি
রাত্রে বড় কষ্ট দেয়। বাড়িটি কি বন্ধই থাকে?

মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। ঘুমের ভেতরে খুসখুসে
পুরোনো কাশির শব্দ। হাতে গ্লাভ্‌স, পশমের টুপী—
বৃদ্ধটি ফিরে আসে, ভাঙা ডাকবাক্সোটির গায়ে
ছড়িটি ঝুলিয়ে রেখে, খুলে ফেলে দু'চোখের সবুজ পাথর॥

কু য়া শা

কী ভীষণ কুয়াশা একেকদিন মারাত্মক কুয়াশার ভেতরে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট দিনে দুপুরে অচেনা দরজা পেরিয়ে আচমকা অদ্ভুত-রাত্রি-এক-কলকাতায় সাদা সাদা কুয়াশার ভেতর দিয়ে উঠে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার সাংঘাতিক মই সারা গায়ে ওভারকোটের কলারে রহস্য-ধোঁয়ার পুঞ্জ মাথার ওপর জ্যোৎস্নায় পেঁজা তুলোর মত ভাসছে আর কাক ডাকছে এত রাতেও আমি বাড়ি খুঁজতে থাকি কুয়াশার পাহাড় ভেঙে ভেঙে ঘুম ইস্টিশানে গাড়ি কী হুইসেল দেবে হুস্ হুস্ স্টীম ছাড়ছে শাল-খুঁটির ওপর চায়ের দোকানে কেটলীর ধাতব নল গোল গোল খরগোসের মত উড়ে যাচ্ছে পাইনের জঙ্গলে ঘন বাষ্প আর ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মধ্যে নীল বেলুন ওড়াচ্ছে গ্রে-স্ট্রীটে অদৃশ্য পাহাড়ী মেয়ের দল

দূর কোনো বাড়ির উঁচু জানলা থেকে ক্রমশঃই দীর্ঘতর হয়ে বেরিয়ে আসছে কুয়াশার অস্পষ্ট হাত আর ক্রমাগত চকমকি ঠোকার তীক্ষ্ণ শব্দ হচ্ছে বহু দূরে—ঠক্…ঠক্…ঠক্…

এইভাবে শেকড়-বাকড় ডালপালা

আমার তো যাওয়ার কথা নয় এখন!
যাওয়ার কথা নয়
কিন্তু মন বলছে—
'যাই?'

মাথায় হাজার ভাবনার ঝুরি নামছে
আর দেখতে দেখতে
ঠাঠা মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে
দু' হাতের শুকনো শেকড়-বাকড়···
ডালপালা···

আমার তো যাওয়ার কথা নয় এখন!
যাওয়ার কথাই নয়
ঐ মন বলছে—
'যাই?'

হিং সু টী

‘কোথাও যাসনে’— ব’লে চুপি চুপি দুপুরে হঠাৎ
পুকুরের মাঝখানে
ঝুপ ক’রে ডুবে গেল দিদির বয়স।

কিছুই জানে না কেউ।

গোল গোল ভীরু চোখে
কালো জল ছুঁয়ে যায় ঘাটের বাসন·

তখন ওদিক
শালুকের হাত-চাপা-মুখে খিল্‌খিল্‌ ॥

রা ত্রি র গো ল ক ধাঁ ধা

সারি সারি লণ্ঠন ঘুরছে, অন্ধকার টানা-দরদালান
সারি সারি ঘর
দরজা
গোল গোল খিলানের ওপর মৃত হরিণের মাথা, সারি সারি
আবার ঘর
কাঁচের ঘেরা-টোপে রহস্য-আলো
ছড়িয়ে পড়ছে
বাঁক ফিরছে ঘোমটা পরা নিঃশব্দ মানুষ-জন
সিঁড়ির গোলকধাঁধায় মূক-মিছিল, বৌ-কুলুঙ্গি
আর লণ্ঠনের পর লণ্ঠন নেমে আসছে
দীর্ঘ ছায়াময়···শেতল-মেঝেয়
পুরোনো বাঘবন্দীর ছক ঘিরে ছায়া-মানুষের দল।

এইভাবেই রাত্রি হয়, ভেতরে—
রাত্রির পর রাত্রি
খুলে যায় দীর্ঘ আনাচ-কানাচ অন্দর-মহল···
হাতে ছড়ি বৃদ্ধেরা ঘুরছেন—
পরনে কাঁচি-ধুতি, কামিজ, কালো কোট
ঘুরছেন
আর জানলার পর জানলায় হরতনের বিবির মুখ
মোটা মোটা গরাদের ফাঁক দিয়ে তির্যক আলোর বরফি···
হলুদ-কালো···ইস্কাবন···

সারি সারি মশারির ভেতরে ঘুম···সারি সারি মানুষ
ঘুমের ভেতরে
নেমে আসছে চৌকো পাথরের রাস্তায় অপেক্ষা করছে
রাতের ফিটন
আর ছু পাশারি বাড়ির পর বাড়ির দরজা খুলে যাচ্ছে
নিঃশব্দ করাঘাতে ॥

টে লি ভি শ ন

বোঁ-ও···শব্দ ক'রে উড়ে গেল
একটা নীল মাছি।

মুহূর্তে চোখের ভেতরে
ভেরেণ্ডার ঝোপ
আর খটখটে রোদে
সেই নিঝ্‌ঝুম ভাঙা মন্দিরের ছবি···

মাথার ওপর
টেলিভিশনের জটিল এরিয়ালের মত হাত তুলে
রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে
নির্বিকার মানুষ-জনের মিছিল ॥

সে

সে আবার ফিরে আসে ছেলেদের বাড়ির রোয়াকে
পুরোনো বৃষ্টির শব্দে। ছেঁড়া-খোঁড়া কোটের পকেটে
মুমূর্ষু কিছু ভয়, সন্ধানী টর্চের মৃদু আলো
নিঃশব্দে ঘুরে যায় সবুজ জানলা, ভিজে ভিজে
দরোজায়,:চৌকাঠে, বিবর্ণ নামের ফলকে
শীর্ণ আঙুল রাখে, সাবধানে নাকের ওপরে
পেতলের চশমাটি এঁটে নেয়, এদিক ওদিক
ঘুরে আসে চুপি চুপি পরিচিত বাড়িটিকে দেখে।

বাড়িটি অন্ধকার, গাঢ় কুয়াশার ঘুম সিঁড়ির চাতালে
ক্রমেই ধোঁয়ার মত হয়ে আসে পালিত কুকুর, কোন্ ঘরে
শিশুটি জটিল শব্দে কেঁদে ওঠে, এবং হঠাৎ
খড়খড়ি খুলে যায়, চুপি চুপি রুগ্ন দুই হাত
উষ্ণ পায়রাটিকে রেখে যায় জানলার ফ্রেমে॥

পা রি বা রি ক

এই স্তব্ধতা
আমাকে এক নিরুচ্চার সিঁড়ির বাঁকে দাঁড় করিয়ে দেয়

অন্ধকারে
কোথাও রহস্যময় তুরপুন ঘুরে চলে সারারাত
আরো কিছু জটিল সংলাপের পর
আমাদের পারিবারিক দরদালান থেকে
একদিন নেমে যায়
সারি সারি কাঠের পা

তারপর এঘর-ওঘর
আয়নার পর আয়নায় দেওয়াল দরজা বিনিময়

এক প্রাচীন মন্দিরের সামনে

—শ্রীযুক্ত খোরানাকে নিবেদিত

এক প্রাচীন মন্দিরের সামনে
কেউ তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

টেরাকোটার কাজ দেখছো তুমি
দেখছো অন্ধকার
সারি সারি ভাঙা মূর্তি
এ ছাড়া কিছু শ্যাওলা,
গাছ-গাছড়ার তুচ্ছ জীবন বৃত্তান্ত—
এও ছিল।
আর আসল পুঁথি যা
সে তো সেই মন্দিরের ভেতরে
একেবারে গর্ভগৃহে
যেখানে সেই বুড়ো কুম্ভকার
একদিন গড়ে তুলবেন
ঈশ্বরের মুখ।

পুরোহিত এসব কথাই বলতেন
বলতেন কিভাবে সেই আশ্চর্য মুখ
আবার এক মন্দিরের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে॥